Volume – 1 Issue – I

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

‘রজনী’ ও ‘জাগরী’ উপন্যাস: আত্মকথনরীতির বিশিষ্টতা

ড. সেখ সাব্বির হোসেন[1]

বাংলা উপন্যাসের বয়স প্রায় (১৮৬৫-২০২১) = ১৫৬ বছর হলো। সময়ের ছন্দে ও তালে তালে পা রেখে আজকের বাংলা উপন্যাস বিষয় ও আঙ্গিকগত দিক থেকে বদলে গেছে অনেকখানি। এই বদল ও বৈচিত্র্য সৃজনের কাজটা শুরু হয়েছিল বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম দিককার উপন্যাসে বঙ্কিমীরীতির অনুসরণ করেছেন। ফলে এখানকার কথনও বঙ্কিমানুসারী। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আমরা দেখবো রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা উপন্যাসের কথন বদলাচ্ছে কিভাবে? বাংলা উপন্যাসের পালাবদল ঘটলো বঙ্কিমের প্লট নির্ভরতা ছেড়ে যখন কথন ব্যাপারটা এলো চরিত্র নির্ভরতায়। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরি হিসেবে যখন কথাসাহিত্যে আসছেন শিল্পী হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রায় নকল করছেন। এবং সেরকম যখন লিখছেন রবীন্দ্রনাথ নিজে তখন সন্তুষ্ট হচ্ছে না। ‘করুণা’, ‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’ বা ‘রাজর্ষি’ লেখার পর রবীন্দ্রনাথ এই রীতিতে উপন্যাস লেখার ব্যাপারে বোধ হয় তাঁর শিল্পী মনের সমর্থন মেলেনি। তাই দেখা যাবে প্রায় বারো বছর তিনি উপন্যাস রচনায় নেই। প্রায় বারো বছর পর ফিরে এলেন তিনি। মাঝে কথাসাহিত্যের কাজ যে তিনি করেননি তা নয়, কিছু ছোটগল্প লিখেছেন। ১৯০৩ ‘চোখের বালি’তে নতুন সময়ের দাবিতে মানুষের ‘আঁতের কথা’ টেনে বের করার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ কাজ শুরু করলেন। বিষয়বস্তুতে অভিনব নয়, ‘চোখের বালি’ অভিনব তার কথনের ভিন্নতার জন্যই। এখানে যদিও প্লট ধর্মিতাকে গ্রহণ করার একটা চেষ্টা আছে। কিন্তু যতটা তিনি প্লট নির্ভর কাহিনি নিয়েছেন বা বলেছেন তার চেয়ে বেশি বিবৃতি ধর্মিতাকেই গ্রহণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রীতি রবীন্দ্রনাথ বর্জন করলেন কিন্তু যখন বঙ্কিমচন্দ্র ‘রজনী’র মতো লিখেছেন সেই রীতি রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রহণীয় হয়েছে। তিনি ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে ‘রজনী’র কথন আনতে চেষ্টা করেছেন। এরপরে আমরা দেখবো ১৯১৬ র দিকে এই কথনরীতি থেকে রবীন্দ্রনাথ সরে যাচ্ছেন। ১৯১৬ তে রবীন্দ্রনাথের ‘চতুরঙ্গ’ প্রকাশিত হলো এবং আমরা সবাই জানি যে, ‘চতুরঙ্গ’ রবীন্দ্রনাথের ভিন্নরীতির উপন্যাস। এখানে Stream of Consciousness এর প্রথম প্রয়োগ বাংলা সাহিত্যে। William James এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাঁর ‘Principle of psychology’ গ্রন্থে ১৮৯০ সালে। মনোজগতের একটি জটিল প্রবাহ বোঝাতে এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছিল।

1 সহকারী অধ্যাপক , বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান উইমেন্স কলেজ (অটোনোমাস), গোপ প্যালেস, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, Email: sabbirhossen92@gmail.com

AIJITR, Volume-1, Issue-I, September- October, 2024, PP.78-86 .
Revised and accepted on October 16, 2024

Volume – 1 Issue – I

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

বিশ শতকের সাহিত্যে যখন প্রথম মহাসমরের আঘাত লাগলো, পুরাতন মূল্যবোধ যখন বদলালো, মানুষের মনোজগতে যখন তীব্র আলোড়ন দেখা দিল তখন উপন্যাসের এই প্রচলিত পদ্ধতি আর গ্রাহ্য হলো না লেখকদের কাছে। এবং তাঁরা নতুন রীতি খুঁজতে লাগলেন। সেই নতুন রীতি খুঁজতে গিয়ে তাঁরা Stream of Consciousness এ উপন্যাস লেখার কথা ভাবতে শুরু করলেন। এই উপন্যাসকে কেউ কেউ বলেন নীরবতার উপন্যাস, অন্তর্গত স্বগতোক্তির উপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক বা মন্ময় উপন্যাস। এই ব্যাপারটার মধ্যে আমরা একটা জিনিস পাবো যে এখানে সময়ের বদল ঘটে যাচ্ছে। Mechanical Time এর সঙ্গে Psychologycal Time এর মধ্যে যে পার্থক্য আছে তার দ্বারা নতুন রীতির এই উপন্যাসে ধরার চেষ্টা হলো। এবং দেখা গেল ডরোথি রিচার্ডসন, জেমস্ জয়েস, মার্শেল প্রস্ত, ভার্জিনিয়া উলফ এঁরা এই নতুন রীতি নিয়ে ১৯১৫ র দিকেই বা তার একটু আগে বিশ্বের শিল্প-সাহিত্য জগতে আলোড়ন ঘটছিল। সবাই ভাবছিলেন যে একটা নতুন কিছু করতে হবে। ১৯১২ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনে তখন পাশ্চাত্যে এই নতুন রীতির কথন নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গেছে প্রবলভাবে এবং যতদূর মনে হয় ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথ নতুন কথনরীতির ভাবনার সাথে injected হয়েই এসেছিলেন আমাদের এখানে। ফিরে এসে প্রায় বছর খানেকের মধ্যেই 'চতুরঙ্গ' লিখে ফেলেছিলেন তিনি। এবং এই পরীক্ষণধর্মী কথনরীতি দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং তাঁর উত্তরসূরি শক্তিশালী লেখকদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের মতো লেখককে পাবো তিনিও কিন্তু গ্রহণ করছেন না দীর্ঘদিন। আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে গোপাল হালদারের 'একদা' (১৯৩৯) উপন্যাসের জন্য। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন মানুষের অন্তরাত্মার প্রতিফলন সাহিত্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের অপেক্ষা মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। শুরু হল আধুনিক উপন্যাসের যাত্রা। বর্ণনাধর্মিতার বদলে উপন্যাসের কথন হয়ে উঠল বিশ্লেষণধর্মী। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এসে কথনের আবার পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। তাঁর ভাবালুতা সৃষ্টির দক্ষতা ও হৃদয়াবেগ পাঠকমাত্রেই আকৃষ্ট করে। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি একেবারে সাধারণ। সহজ সরল সাবলীলভাবে ঘরোয়া পরিবেশে উপন্যাসের কথন তিনি গড়ে তুলেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে উপন্যাসে পালাবদলের শুরু হল। ভার্জিনিয়া উলফ, জেমস্ জয়েস প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের রচনায় stream of consciousness নামক নতুন রীতির প্রয়োগ দেখা গেল। বর্হিজগৎ নয়, অন্তর্জগতের নানাবিধ সূক্ষ্ম জটিলতা উপন্যাসে উঠে এল। বাংলা উপন্যাসিকরাও এর দ্বারা প্রভাবিত হলেন। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকেরও পরিবর্তন ঘটল। ন্যারেটিভ টেকনিকও পাল্টে গেল। সতীনাথ সচেতনভাবেই এ শিল্পরীতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'জাগরী' উপন্যাসে আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাবো। এই উপন্যাসের কথন লেখক আর কোনো উপন্যাসেই অবলম্বন করেননি। এ উপন্যাস একজনের জবানিতে নয়, চারজনের

Volume – 1 Issue – I

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

জবানিতে গড়ে উঠেছে। লেখক প্রত্যক্ষ বিবরণকার নন। উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণ উপন্যাসে এই একবারই ব্যবহার করেছেন তা নয়, 'অচিনরাগিনী'তেও আছে। কিন্তু চারজনের এই ঐকতান জাগরীতেই ব্যবহৃত। সতীনাথের কথনেই তাঁর দৃষ্টিবিন্দু ও বীক্ষাটি ধরা পড়ে।

'রজনী' (১৮৭৭) ও 'জাগরী' (১৯৪৫) দুটিই আত্মকথনের যৌগিক রীতির উপন্যাস। এই দুটি উপন্যাস আত্মকথনরীতির হলেও উভয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে বাচনিক কৌশলে। 'রজনী' পাঁচখণ্ডে বত্রিশ পরিচ্ছেদে লিখিত এই উপন্যাসে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ ঔপন্যাসিক লর্ড লিটনের 'Last Days of Pompeii' উপন্যাসের নায়িকা নিদিয়া চরিত্রের অনুকরণে রজনী চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন। রজনীর প্রেম এই উপনুয়াসের মূল বিষয়। এই একটি, মাত্র বিশেষ ভাবকে সামনে রেখে উপন্যাসের আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত নিটোল কাহিনি গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের বিজ্ঞাপন অংশে লেখক জানিয়েছেন:

'লর্ড লিটন প্রণীত নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটা 'কানা ফুলওয়ালী' আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ-যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতালাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরুপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্মাণ করা গিয়েছে।'[১]

১৩৫৫ সালের শ্রাবণ মাসে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে 'জাগরী' উপন্যাসের যে কিশোর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল তার ভূমিকায় লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী জানিয়েছেন;

'চারজন চার জায়গায় বসে সারারাত কত কী ভেবে যাচ্ছে। গল্পের মতো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে তো লোকে ভাবতে পারে না। ভাবনাগুলো মনে আসে খাপছাড়া অসংলগ্নভাবে। সেইরকমভাবে প্রত্যেকের চিন্তাধারা লেখা হয়েছে।'[২]

খাপছাড়া চিন্তাধারার অসংলগ্ন, অবিন্যস্ত উপস্থাপনরীতি যে আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত নিটোল কাহিনির নিদর্শন হয়ে উঠতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। 'জাগরী'র ক্ষেত্রে সে কথাই প্রযোজ্য। 'রজনী'তে আত্মকথনরীতির প্রয়োগ থাকলেও সময়ের ক্রম অনুসারে পরপর এক একজন কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ফলে বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত আখ্যানের গতিধারা অক্ষুণ্ণ থাকতে দেখা যায়। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর 'জাগরী' উপন্যাসে Stream of Consciousness -এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন ফলে স্বভাবতই আখ্যানের গতিধারা ক্ষুন্ন হয়েছে। কিন্তু, 'রজনী'তে তা দেখা যায়না বলেই এখানে আখ্যানের গতিধারা অক্ষুণ্ণ থেকেছে।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in

Volume – 1 Issue – I

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

'রজনী' উপন্যাসের খণ্ড বিভাগ এইরকম:

প্রথম খণ্ড - রজনীর কথা

দ্বিতীয় খণ্ড - অমরনাথের কথা

তৃতীয় খণ্ড - শচীন্দ্রের কথা

চতুর্থ খণ্ড - সকলের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ - লবঙ্গলতার কথা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ - অমরনাথের কথা

তৃতীয় পরিচ্ছেদে - লবঙ্গলতার কথা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ - লবঙ্গলতার কথা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ - শচীন্দ্রের কথা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ - শচীন্দ্রের কথা

সপ্তম পরিচ্ছেদে - লবঙ্গলতার কথা

পঞ্চম খণ্ড - অমরনাথের কথা

৩২ টি পরিচ্ছেদের মধ্যে অমরনাথের কথায় কাহিনি বর্ণিত হয়েছে ১২ টি পরিচ্ছেদে। শচীন্দ্র ও রজনী ৮ টি করে পরিচ্ছেদের কাহিনি বর্ণনা করেছে। আর লবঙ্গলতা চারটি পরিচ্ছেদের কাহিনির কথক। চারজনের পরিবর্তিত দৃষ্টিকোণের সাহায্যে উত্তমপুরুষের বাচনভঙ্গি গড়ে উঠেছে উপন্যাসটিতে।

উপন্যাসের কথন শুরু হয়েছে রজনীর কথা দিয়ে। পাঠক সম্বোধনের বঙ্কিমী-কৌশল আরোপিত হয়েছে। যেমন:

১ 'আমার উপাখ্যান কি তোমরা মন দিয়া শুনিবে? আমি জন্মান্ধ।'[৩]

২ 'ও হরি এখনও আমার বলা হয় নাই, আমি পুরুষ, কি মেয়ে। তবে, এতক্ষণে যিনি না বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে না বলাই ভালো। আমি এখন বলিব না।'[৪]

৩ 'এখন একালের জটিল-কুটিলাদিগকে আমার জিজ্ঞাসা-আমি সতী বলাইতে পারি কি?'[৫]

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in

Volume – 1 Issue – I

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

রজনীর কথায় কোথাও কোথাও দীর্ঘ বর্ণনা থাকলেও (বিশেষত প্রথম, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও অষ্টম পরিচ্ছেদ) লেখক চরিত্রগুলির পারস্পরিক সংলাপ দিয়ে কাহিনি গড়ে তুলেছেন। কথনতত্ত্বে যাকে বলা হয়ে থাকে Free indirect Discourse বা মুক্ত পরোক্ষ বাচন। এর মূল কথা হল কথনের আধারে সংলাপের উপাদান প্রয়োগ। সংলাপের এই ব্যবহারে উত্তম পুরুষের বাচনভঙ্গি থেকে পাঠককে প্রথম পুরুষের বাচনভঙ্গি বা সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণের আস্বাদ দেয়। যেমন, আলোচ্য উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে রজনীর আত্মকথায় আমরা পেয়ে যাই শচীন্দ্রের প্রতি তার গভীর অনুরাগের পরিচয়। সেইসঙ্গে তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্যে তার মর্মদাহ আখ্যানে এসেছে। কাহিনিতে আছে বিবাহিত গোপালের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করলেশচীন্দ্র- অনুরক্তা রজনীর হীরালালের সাথে গৃহত্যাগ। রজনীর বাচনভঙ্গি ব্যবহৃত হলেও লেখকের কলমে সর্বত্র রজনীর দৃষ্টিভঙ্গি না হয়ে কোথাও কোথাও সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, লবঙ্গলতা-রামসদয়ের দাম্পত্য সম্পর্কের খবরাখবর, এমনকি তাদের মনের কথাও ব্যক্ত করেছে রজনী। এই কথোপকথনের সাক্ষী থাকা সর্বজ্ঞ লেখকের পক্ষেই সম্ভব। তবে বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও কোথাও অবশ্য উপন্যাসের মধ্যে এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। যেমন, প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে হীরালালের সাথে রজনীর পালক পিতার কথোপকথন ‘কান পাতিয়া’ রজনী শুনেছে। কাজেই তার বর্ণনা কথক রজনীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় খণ্ডের কথক অমরনাথ। এই খণ্ড শুরু হয়েছে।

‘আমার এই অসার জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সংসারে সাগরে, কোন চরে লাগিয়া আমার এই নৌকা ভাঙিয়াছে, তাহা বিশ্বচিত্রে আঁকিয়া রাখিব; দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।’[৭]

অমরনাথের কথনে তার একক জীবনের কাহিনি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে অমরনাথের লবঙ্গলতাকে না পাওয়ার দুঃখ। কিন্তু অমরনাথের সাথে রজনীর দেখা হয়েছে আকস্মিকভাবে। বঙ্কিমচন্দ্র রজনীর জীবনে অমরনাথের প্রবেশের একটি পথ আখ্যানে করে রেখেছিলেন। কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে এক ভদ্র লোকের কাছে পুলিশের অত্যাচার ঘটিত গল্প প্রসঙ্গে রজনীর কথা আছে। অমরনাথ রজনীর পিতা হরেকৃষ্ণ ও ভাই মনোহরকে চিনত। অমরনাথের পিসিবাড়ি কালিকাপুরের কাছে ভবানীনগরে এই রামসদয়ের কারণে মনোহর কর্মত্যাগ করে চলে যেতে চাইলে ক্রুদ্ধ বাঞ্ছারাম রামসদয়কে ত্যাজ্যপুত্র করে বিষয় মনোহরকে দিয়ে যান। মনোহরের কেউ উত্তরাধিকারী নেই মনে করে বিষয়সম্পত্তি শচীন্দ্ররা ভোগ করলেও আসলে তা রজনীর। অমরনাথের হাতে এখন কোনো কাজ নেই, তাই ‘রজনীর যথার্থ উপকার চেষ্টা করিলে করা যায়’। এভাবেই দ্বিতীয় খণ্ডে অমরনাথের কথার প্রথম পাঁচটি পরিচ্ছেদে পূর্বকথার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন লেখক। পরবর্তী খণ্ডে এসেছে শচীন্দ্রের কথন। কাহিনি শুরু হয়েছে রজনীর

Volume – 1 Issue – I

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

বিবাহের উদ্যোগ এবং বিবাহের পূর্বদিনে রজনীর গৃহত্যাগ দিয়ে। সম্পত্তি নিয়ে অমরনাথ-শচীন্দ্রের কথোপকথন অবশ্য আছে। উইলের একজিকিউটর বিষ্ণুরাম সরকারের শচীন্দ্রকে রজনী যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তা প্রমাণ করতে আদালতে জবানবন্দির নকল ব্যবহার করেছে। এখানে কথন-কাঠামো সৃষ্টিতে আদালতের বিভিন্ন পরিভাষা সহায়ক হয়েছে। আদালত অভিজ্ঞ বঙ্কিম খুব সাবলীলভাবে এই অধ্যায়ের কথন গড়ে তুলেছেন।

তৃতীয় খণ্ডে রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের মনোভাবের পরিচয় এর কথনকে আশ্রয় করে আছে। শুধু তাই নয়, লেখক উপন্যাসে রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের মনোভাব পরিবর্তনের জন্যে সময় বা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের জন্যে অপেক্ষা না করে সন্ন্যাসী ঠাকুরের অলৌকিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করেছেন।

পরবর্তী খণ্ডে 'সকলের কথা' অংশে কথনে রজনী কোথাও নেই। এখানে কথক তিনজন। লবঙ্গলতা, অমরনাথ ও শচীন্দ্র। কথনে যেখানে লবঙ্গলতার কথা আছে সেখানে বর্ণনা-বিস্তারিত না করে কখনো রজনীর মাসি (প্রথম পরিচ্ছেদ), কখনো রজনী (তৃতীয় পরিচ্ছেদ), কখনো অমরনাথ (তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ), আবার কখনো সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার দ্বিরালাপ ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবেই উপন্যাসের আত্মকথা নির্মাণ করেছেন বঙ্কিম।

'জাগরী' উপন্যাসের সূচনায় লেখক জানিয়েছেন:

'রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গবিক্ষোভ কোনো কোনো স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতেও আঘাত করিতেছে। এইরূপ একটি পরিবারের কাহিনী। গল্পটি ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় পড়িতে হইবে।'[৮]

লেখকের বিষয়ী অভিজ্ঞতার এই রূপায়ণের অভিপ্রায়ে উপন্যাসটির কথন নির্দিষ্ট হয়েছে। ১৯৪২ এর আগস্ট আন্দোলন, তার সূচনা, বিকাশ ও পরিণতিতে জটিল-বস্তুত এর পটভূমি ও মাত্রা বিরাট উপন্যাসের ছন্দেই আসতে পারে যথার্থভাবে। কিন্তু একটি আন্দোলনের অভিঘাত পারিবারিক বৃত্তে ব্যক্তি সম্পর্কে কি প্রতিক্রিয়া-ক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তার চিত্রায়ণ, ৪২ এর আন্দোলনের বিষয় থেকে আলাদা। এখানে ৪২ পটভূমি মাত্র। আসলে অভিপ্রেত বিষয় ঐ পরিবারের চারটি চরিত্র। প্রতিটি চরিত্রের কথনে উপন্যাসের একটি করে অধ্যায় রচিত হয়েছে:

ফাঁসি সেল - বিলু

আপার ডিভিশন অয়ার্ড - বাবা

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in

Volume – 1 Issue – I

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

আওরৎকিতা - মা

জেলগেট - নীলু

চারটি চরিত্রের আত্মকথন এখানে নিছক একান্ত কথন হয়ে ওঠেনি। এক একটি চরিত্রের স্মৃতিসূত্রে আরো তিনটি চরিত্র উপস্থিত হয়ে তাদের উপস্থিতিকে সমগ্র উপন্যাসেই স্পষ্ট করে তুলেছে।

বাবা, বিলু ও নীলু--- গত প্রায় কুড়ি-বাইশ বছরের আমাদের রাজনৈতিক জীবনের দ্রুত নানামাত্রিক হওয়ার প্রতিনিধি। আর মা এই রাজনীতি সংলগ্ন ঘূর্ণাবর্তের সাধারণ মানুষ। কিন্তু লেখকের রাজনৈতিক সংঘাত ও তার পারিবারিক জীবনের আঘাতের অভিপ্রায়টি শিল্পবস্তুর অভিপ্রায়ে অন্য তাৎপর্য পায়-সংঘাত, অপেক্ষা চারটি চরিত্রের সংযোগ, ব্যক্তিগত সম্পর্কের তীব্র টানাপোড়েনই বড়ো হয়ে ওঠে। 'জাগরী' উপন্যাস তার ব্যক্ত স্বরে সংঘাতের তরঙ্গবিক্ষোভ, অব্যক্তস্তরের সম্পর্কের উত্তাপে রাজনৈতিক মতাদর্শের গণ্ডীটি পেরিয়ে যায়। আর এটা সম্ভব হয় কথনের বিশেষ পদ্ধতির জন্যই।

সতীনাথ কিন্তু সংঘাতটিকে দেখাবার জন্যই চারটি চরিত্রের উত্তমপুরুষের জবানি ব্যবহার করেছিলেন। সংঘাতের চারটি কোণের 'র‍্যাশনাল'টি দেখাবার জন্য চারটি প্রেক্ষণ, লেখকও তার কাহিনি ও গল্পের সূত্রে এভাবেই সম্পর্কিত হন। ৪২ এর আন্দোলনের মতো বিরাট ঘটনার প্রতিঘাত এভাবেই প্রত্যক্ষ তীব্রতায় আনা সম্ভব তিনি মনে করেছিলেন। পরবর্তী উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিতমানস'এর মহাকাব্যিক বিস্তারে প্রয়োজন হইনি এই কথনের। কারণ, সেখানে ঢোঁড়াইয়ের যাত্রা বৃহত্তরে, ব্যক্তি থেকে সামূহিকতায়। আর 'জাগরী' বৃহত্তর থেকে পরিবারে, ব্যক্তির সম্পর্কে। যেমন 'গোরা'র এপিক বিস্তারে রবীন্দ্রনাথের কথন আর 'ঘরে বাইরে'র স্বদেশী আন্দোলনের পারিবারিক আঘাতের ব্যক্তি সম্পর্কের টানাপোড়েনের কথন সম্পূর্ণ পৃথক। আর এই কথনে ব্যক্তির ব্যক্তির চিন্তাস্রোত, ভাবনার জগৎ প্রধান থাকে বলে, সংঘাতের তাপে ব্যক্তির সম্পর্কের আপাত প্রচ্ছদটি গলে যায়। বাবা-মা, বিলু-নীলু এর আগে এত তীক্ষ্ণভাবে তাদের সম্পর্ককে যাচাই করে দেখেনি। এ ধরণের কথনের জন্যই 'জাগরী' বিয়াল্লিশের আন্দোলনের বস্তুগত ইতিহাস হয়ে যায়নি। হয়েছে তার চৈতন্যগত বিশ্লেষণ।

উপন্যাসটির কথনরীতিতে কথকের বাচনের মধ্যে আছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই ধরণের পরিচয়। কথকের নিজস্ব কথনে পাওয়া যায় কথক সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ পরিচয়। আর কথকের স্মৃতিবাহিত হয়ে অপর চরিত্রগুলি যখন পরিস্ফুট হতে থাকে তখন তাদের সম্বন্ধে একটি পরোক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসটির কথকেরা নিজের সম্পর্কে নিজের বিশ্লেষণে নিজের মনোজগৎ উদ্‌ঘাটন করলেও বাইরের পরিচয়ে অনেক বেশি সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে অপর চরিত্রের দৃষ্টিতে। যেখানে লেখক কোথাও নেই। যেমন:

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in

Volume – 1 Issue – I

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

'মনে হইতেছে মা দাওয়ায় বসিয়া আছেন। মাথা নাড়িতে নাড়িতে নীলুর দিকে তাকাইয়া দন্ত্যমূলে জিহ্বা ঠেকাইয়া একটি শব্দ করিলেন-চিক। তারপর ছড়া কাটিলেন- 'স্বভাব না যায় মলে'... মা সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন-'অঙ্গার শতধৌতেন মলিনশ্চ নঃ মুঞ্চতে'। আমরা দুইজনেই হাসিয়া উঠিয়াছি-মা ঠিক 'মলিনশ্চ' বলিয়াছেন। ...মার কথার এই ভুলগুলি আমাদের মুখস্থ। মা বলেন 'দয়া দাক্ষিণাত্য' বলিতে। মা'র দেখিয়াছি কথা বলিবার সময় এটি মনেই থাকে না। বলিয়া দিতে গেলে অপ্রস্তুত হইয়া যান বলিয়া আমি আর ভুল দেখাইয়াও দিই না। নীলু কিন্তু এ দিকটা বোঝে না। অপরের যে কোনো দুর্বলতা, চাল চলনের বিদ্রূপের খোরাক ওর সহজেই নজরে পড়ে; কিন্তু উহার কথার ফলে আপরের মনে কিরূপ আঘাত লাগিতে পারে, এ দিকটা ভাবিয়াও দেখে না।'[৯]

উদ্ধৃত অংশটি গৃহীত হয়েছে বিলুর আত্মকথন থেকে। এখানে বিলুর মনোজগৎটি যেমন উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তেমনি তার চিন্তাসূত্রে মা ও ভাইয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও কিছুটা আভাস পাওয়া গেছে।

উপন্যাসের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত যে চেতনার স্রোত প্রবাহিত হয়েছে তাতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত অতি সহজে এক বিন্দুতে এসে মিলে গেছে। যে সংলগ্ন, বিন্যস্ত ও ক্রমান্বয়িক চিন্তাভাবনা একটি কাহিনির জন্ম দিতে পারে সেই চিন্তার উপস্থাপনা এখানে নেই। এখানে যা আছে তা নিতান্ত অসংলগ্ন ও খাপছাড়া। সত্যই তো মানুষের চিন্তার কোনো সুবিন্যস্ত আকার নেই। সবচেয়ে দ্রুতগামী মানুষের মন যদি সদাসর্বদা অতীত থেকে বর্তমান অথবা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে যাতায়াত করে তাতে কোনো সংলগ্নতা ধরা পড়ে না। 'জাগরী'র প্রতিটি চরিত্রের চিন্তার মধ্যে এই যাতায়াতটাই বড় হয়ে উঠতে দেখা যায়। যেমন:

১। 'মনে পড়ল মাসিমাকে। নৈহাটি স্টেশনে মাসিমাকে পশ্চিমের গাড়িতে তুলিয়া দিতে গিয়াছি। ... নবদ্বীপ হইতে বৃন্দাবনে যাইতেছেন। সঙ্গে বিস্তর লটবহর, সোনামুগের বস্তা, ভাব, ছানাবড়ার ক্যানেস্তারা, মাজা তিল। এই জিনিসগুলি গাড়িতে তুলিয়া দেবার জন্যই আমার আসা। মাসিমা গাড়িতে উঠিলেন। সব জিনিস কুলির মাথা হইতে নামাইয়া গাড়িতে রাখিলাম। মাসিমা জিজ্ঞাসা করিলান, 'সব জিনিস উঠেছে তো?' আমি এক দুই করিয়া গনিয়া বলিলাম, হ্যাঁ মোট বাইশটি মাল উঠিয়াছে'। নিমেষে মাসিমার চোখে জল আসিল।'[১০]

২। 'বড়ই গরম। সেলে বায়ু চলাচলের রাস্তা নেই। বৈশাখ মাস শেষ হইয়ে গেল, এখন বোধ হয় সেলের বাহিরেও এইরূপ গরম। দরজার উপর মেঝেতে গরাদ ধরিয়া বসিয়া থাকি, যদি বাহিরের ঠাণ্ডা কিছু পাওয়া যায়।'[১১]

৩। 'এখন বিলু আছে, আর কিছুক্ষণ পরে থাকিবে না। রক্তমাংসে গড়া সুখদঃখে ভরা বিলু বলিয়া কিছু নাই; আর সরকারি একটা স্ট্যাটিস্টিক্সের সংখ্যা মাত্র। অজস্র সংখ্যার মধ্যে একটি হ্রাসবৃদ্ধিতে কী আসে যায়?'[১২] এইভাবে সমগ্র উপন্যাসেই অতীত, বর্তমান

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in

Volume – 1 Issue – I

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ও ভবিষ্যতের মেশামেশি। প্রতিটি চিন্তা যেখানে ছিন্ন হয় সেখানে কয়েকটি বিন্দু চিহ্ন। চিন্তার এই ছিন্নতা কোনো বিবরণকেই পূর্ণাঙ্গ কাহিনির আকার দিতে পারে না। 'রজনী' উপন্যাসের সঙ্গে কথনরীতিতে এখানেই 'জাগরী' উপন্যাসের পার্থক্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রজনী' উপন্যাসের আত্মকথনরীতি মূলত বর্ণনাধর্মী। এই বর্ণনাধর্মিতাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের কথন-কাঠামো গড়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। অপরদিকে সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর 'জাগরী' উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহের আঙ্গিকে আত্মকথনরীতি গড়ে তুলেছেন। উপন্যাসদুটির আত্মকথনরীতির বিশিষ্টতা এখানেই।

সূত্র ও টীকানির্দেশ

১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৪০, বিজ্ঞাপন, রজনী, সম্পাদনা- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২. ভাদুড়ী, সতীনাথ, ১৩৫৫, ভূমিকাংশ, জাগরী, কিশোর সংস্করণ, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স

৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ২০০৬, রজনী, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৫৯১

৪. ঐ, পৃ. ৫৯২

৫. ঐ

৬. ...a telling that shows or presents aspects of the character's 'own' words or thoughts.

৭. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ঐ, পৃ. ৬৪২

৮. ভাদুড়ী, সতীনাথ, ২০১৮, জাগরী, সতীনাথ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ২

৯. ঐ, পৃ. ৭

১০, ঐ, পৃ. ৮

১১. ঐ, পৃ. ৮

১২. ঐ, পৃ. ৯